দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 16 NOV 2007
পৃষ্ঠা - ৭ কলাম ২

মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিতর্কিতদের নিয়োগ বন্ধ করতে হবে

জাতীয় আদর্শ-ঐতিহ্য, ইতিহাস, ইসলামী রীতি-নীতি, তাহজীব-তমুদ্দুন ও স্বকীয়তার চেতনাকে উজ্জীবিত করার নিরন্তর প্রচেষ্টায় নিবেদিত মাদ্রাসাগুলোর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে ভুল ব্যাখ্যা করার অপচেষ্টা ইতোপূর্বে বহুবার হয়েছে। ইসলামের অগ্রযাত্রায় ভীত হয়ে অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষক ও এনজিও কর্মকর্তাদের জামায়াতের ছত্রছায়ায় মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ময়দানে নামার নজীরও আছে। এ ছাড়া দেশের ২৮ হাজার মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত না থাকায় উন্নয়ন কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে জামায়াতীকরণের চেষ্টা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গভর্নিং বডির প্রশ্রয়ে নিজস্ব মতবাদ শিক্ষক সমাজের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মিশনারী কার্যক্রম চালাচ্ছে জামায়াত। সংশ্লিষ্টদের গুরুতর অভিযোগ, বিগত বছরগুলোতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রায় সকল সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকরা। মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের গভর্নিং বডিতে বেসরকারী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত একমাত্র সদস্যও ছিলেন জামায়াতের। গভর্নিং বডির মেয়াদ শেষ হওয়ায় নতুন প্রস্তাবে এবার বিতর্কিত দু'জনের নাম প্রস্তাব আকারে পাঠানো হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে কিভাবে বিতর্কিত ব্যক্তিদের নাম প্রস্তাব আকারে পাঠানো হল, তা নিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিক্ষুব্ধ এসব শিক্ষকের মতে, সঠিক প্রশিক্ষণের স্বার্থে বর্তমান প্রস্তাব বাতিল করে অরাজনৈতিক ও বিতর্কের উর্ধ্বে অবস্থানকারী প্রিন্সিপালদের নাম প্রস্তাব করা উচিত।

ইসলাম এ দেশের জনগণের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ভিত্তি, জাতিসত্তার মূল এবং সংস্কৃতির প্রাণরস। ইসলামী শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে জনগণকে বীতশ্রদ্ধ ও অন্যমুখী করার লক্ষ্য নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন মহল সক্রিয়। বিভিন্ন মাদ্রাসার সাথে জঙ্গী যোগসূত্র আবিষ্কারের প্রবণতাও এক সময় বেশ জোরেশোরে চলেছে। দেশে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারী অনুদান বন্ধের বায়নাও উঠেছে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে। মাদ্রাসাগুলোতে বাধ্যতামূলক ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আদেশ নিয়েও জামায়াত ও বিগত জোট সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর চক্রান্ত শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার জমিয়াতুল মোদার্রেছীনসহ বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের জোর দাবীর প্রতি সম্মান জানিয়ে আদেশটি শিথিল করেছে। মাদ্রাসা কারিকুলাম নিয়ে জামায়াতের চক্রান্ত আজো চলছে। এ দেশে মাদ্রাসা শিক্ষাকে কৌশলে বন্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে তারা বিদেশী প্রভুদের দালালী করছে এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের মদদ যোগাচ্ছে। বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার হাজার বছরের ঐতিহ্য এগিয়ে নেবার পরিবর্তে এর বিরুদ্ধে নানা কৌশলে ষড়যন্ত্রে নেমেছে তারা। মাদ্রাসা শিক্ষা কারিকুলামের উন্নয়ন সব সময়ই ইতিবাচক। কিন্তু এই ঐতিহ্যবাহী কারিকুলামের পরিবর্তন হলে মূল আবেদন থাকে না। মাদ্রাসা শিক্ষাকে তাৎপর্যহীন করে ফেলার লক্ষ্যে সেই মাদ্রাসা শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তনের দাবী তুলছে জামায়াত সমর্থকরা।

দেশের অনেক উলামা, পীর-মাশায়েখ মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকসহ সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতার প্রাণের দাবী ছিল, এফিলিয়েটিং ক্ষমতা সম্পন্ন একটি স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজিল ও কামিলকে যথাক্রমে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমান প্রদান করা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, জোট সরকার এই দাবীকে উপেক্ষা করে। অতঃপর ফাজিল ও কামিলকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ওয়ান-ইলেভেনের পর জামায়াত সমর্থকদের তৎপরতা আপাতঃ দৃষ্টিতে বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে করা হলেও প্রকৃতপক্ষে বন্ধ হয়নি। জামায়াতের রেখে যাওয়া সমর্থকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মার্কিনীদের দোসর বলে পরিচিত জামায়াতীরা এদেশে ইসলামী শিক্ষা চায় না। অতি কৌশলে এদেশে ইসলামী শিক্ষা, তথা মাদ্রাসা শিক্ষাকে শেষ করে দেয়াই তাদের লক্ষ্য। অথচ ধর্মীয়, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশই ঘটে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে। ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে সামাজিক অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে শক্তভাবে দাঁড়াতে। এই শিক্ষা নৈতিকতার অনুশীলনে মানুষকে পরিশুদ্ধ করে, আদর্শের অনুশাসনে মানুষকে পবিত্র করে। ঐতিহ্যমণ্ডিত মাদ্রাসা শিক্ষার ধারাকে সমুন্নত রাখার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিশেষ নজর দিতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিতর্কিত ব্যক্তিদের স্থান যাতে না হতে পারে, সে ব্যাপারটি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।